ব্যথার পূজা

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষ এম, এ

মূল্য আট আনা

প্রকাশকের কথা।

পূজনীয় কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কতিপয় ছোট ছোট কবিতা, বিবিধ সময়ে, বিবিধ অবস্থায়, বিবিধ স্থানে রচিত হইয়াছিল। ইহার কোন কোনটী ব্রহ্মবাদী ও তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। পূজার উপকরণরূপে পূজকের সহায়তা-মানসে সেই সমস্ত-গুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এ উপকরণ-যোগে ইষ্ট-ধ্যানের অধিকারী পূজকের সংখ্যা কোন সমাজেই খুব অধিক আছে বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ নরনারীই সুখের পূজা, আনন্দের পূজা করিতে প্রয়াসী। ব্যথার পূজায় অভ্যস্ত সাধক জগতে বিরল। বিপদ্‌বারণকেই লোকে সচরাচর ডাকিয়া থাকে ; কুন্তীর ন্যায় বিপদ্‌বরণ কেহই করিতে চায় না। "Worship of sorrow." "দুঃখমেব পরা পূজা," ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতার উপলব্ধি ; খৃষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণের মর্ম্মকথা। ভগবান ভক্তের অশ্রু ঘুচান না, অশ্রু মুছান। আর ভক্তও ইহার অধিক কিছু চাহেন না। "Sorrow is at once the lot, the trial, and the privilege of man ;" "Though He slay me, yet will I trust in him." "বিপদঃ সন্তুতাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো !" "অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতুবা, মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।" "ব্যথার পূজা" পড়িতে পড়িতে, এই সকল বাণীর প্রতিধ্বনিই পাঠক শুনিতে পাইবেন, আর পাঠক যদি সাধক হন, শুনিতে শুনিতে, অধ্যাত্মযোগ-সূত্রে, কবির সহিত অশ্রু মিলাইয়া, ধন্য হইবেন।

বরিশাল,
৪ঠা মাঘ—১৩৩৪।

শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষ।
(ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।)

ব্যথার পূজা।

মূল্য ৷৹ আনা।

প্রকাশক

শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষ এম, এ,

বরিশাল।

সাধনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, বরিশাল।

শ্রীমুকুন্দমুরারী মুখোপাধ্যায়—

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩৩৪ সন ১০ই মাঘ।

উৎসর্গ।

আবাল্য-সুহৃদ্ অভিন্ন-হৃদয়

স্বর্গীয় পঞ্চানন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের—

স্মরণে—

সুদূর কৈশোর হ'তে হে বন্ধু-রতন !
অভিন্ন-হৃদয় মোরা ছিলাম দুজন।
দীর্ঘ দিন কাটি গেছে ধরার ধূলায়,
কত ধূলি লাগিয়াছে দু'জনার গায় !
ঝারিয়াছি দুজনেই দু'জনার ধূলি,
সুখে দুখে পরস্পরে ছিলাম আগুলি।
পড়ে গেলে, ব্যথা পেলে, তব আঁখি জল,
সিক্ত করি গণ্ড মম—করিত শীতল !
দু'জনাই হইলাম জীবন-সন্ধ্যায়—
উপনীত, তুমি আগে চলে গেলে হায় !
ব্যথার ব্যথিত বন্ধু রহিল না মম,
তোমা সম এ জগতে, ওহে প্রিয়তম !
ব্যথা দিয়ে গাঁথা, তাই এ মালা আমার,
কে লবে আদরে গলে তুমি বিনা আর ?
ও লোকের শুদ্ধ শান্ত হে প্রিয় আমার,
(তাই) লহ গলে এ লোকের ব্যথা-উপহার।

তোমার—

শ্রীমনো—

কল্যাণ-কুটির—বরিশাল—১লা মাঘ, ১৩৩৪।

সূচী।

ব্যথার পূজা।

——(০)——

ভাঙ্গল মেলা।

ভেঙ্গেছে ধরার মেলা সুখ-স্বপ্ন যত,
কিনিলাম বেচিলাম যাহা মনোমত।
হাত ধরাধরি করি আসিলাম যারা,
ডেকে দেখি কত জন নাহি দেয় সাড়া।
চেয়ে দেখি কারো আঁখি ভাসে অশ্রুজলে,
কেহ বা লুকায় ব্যথা সুদূর বিরলে।
চলিতে চলিতে পথ কাঁদে কত জন,
সজাগ থাকিয়া যেন দেখে দুঃস্বপন।
কেহ ভীত চমকিত চলিতে অক্ষম,—
হারাইয়া বুদ্ধি বল শকতি উত্তম।
সুখের পসরা কারো তুলিতে মাথায়,—
আছাড় পড়িয়া ভাঙ্গি মিশিল ধূলায়।
কারো প্রেম পুণ্য যশ চোখের পলকে—
উড়ে গেল হায় এ যে—দিবার আলোকে !
হিসাব কষিতে পথে বসেছি সন্ধ্যায়,
আমার কি লাভালাভ কে বলিবে হায় !

———

অন্বেষণ।

বিদ্যাবিত্ত জ্ঞানার্জ্জনে ধায় নাই চিত,
সে কি নয় দয়া তব হে দয়াল পিত !
বুঝেছি তা এতদিন জীবনের পথে,
এখন মানে না শান্তি আর কোনমতে।
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা ধরণীর বুকে—
ভ্রমিতে আনন্দ নাই, নিদ্রা নাই সুখে।
এ ধরার যাহা কিছু হ'ল পুরাতন,
হৃদয় কাঁদিছে—কোথা হে চির নূতন !
নিত্য লুকাইয়া আছ হ'য়ে সর্ব্বগত,
না পাই দর্শন তবু আজও মনোমত।
অন্বেষণে কাটে দিন ঘুরিয়া বেড়াই,
সজন বিজন গিরি কিছু বাকি নাই।
সকলি দেখিছ যদি তবে আপনায়,—
লুকা'য়ে কাঁদাও কেন ভিখারী আমায় ?
বল তবে এম্‌নি করে হ'য়ে তোমাহারা,
অন্বেষণ কি হবে সার—সঙ্গী অশ্রুধারা ?

গিরিডি—৩২শে আষাঢ়, ১৩৩২।

সন্ধ্যায়।

কোথায় চলেছি ভেসে হারা'য়ে সে জ্ঞান,
আজিও করিতে বসি অধ্রুবের ধ্যান।
প্রবাস আবাস হ'য়ে এখনো ভুলায়,
প্রাণ-পাখী ভুলে যায় যাইতে কুলায়।
মনের মতন যাহা যতনে রক্ষিত,
হারায়ে এখন হায় হৃদয় ব্যথিত!
একে একে যদি হয় বন্ধন-মোচন,
জড়ায় আবার আসি শত যে নূতন।
প্রবুদ্ধ হইয়া পুনঃ পড়ি ঘুমাইয়া,
ঘুম-ঘোরে কাঁদে প্রাণ এ মায়া স্মরিয়া।
রম্য কাম্য সেই যারা ছিল প্রাণ-পুরে,
ঘোরে ফিরে আজও তারা বেদনার সুরে।
ভুলায় উদ্দেশ্য কভু আসিয়া উপায়,
কায়া ছাড়ি শান্তি খুঁজি বসিয়া ছায়ায়?
আবার আসিছে সন্ধ্যা বিছা'য়ে অঞ্চল—
রাখিতে ধ্যানের ঘরে মোরে অচঞ্চল।
কাঁদে প্রাণ—উঠে গান—তাইতো সন্ধ্যায়,
আমি যে অশান্ত আজও কত যে ব্যথায়!
শক্তি মিথ্যা, তপঃ মিথ্যা—বৃথা অহঙ্কার,
বুঝিলাম এত দিনে তব কৃপা সার। ৩

পটুয়াখালি ষ্টীমার—২০শে ভাদ্র, ১৩৩২।

ডেকে নিলে ঘরে।

আনিলে অনেক দূর—কোথা ছিনু প'ড়ে—
ডেকে নিলে ঘরে মোরে কত স্নেহ-ভরে !
স্থিরজ্যোতিঃ রত্নদীপ জ্বলিতেছে শত,
ঘরে কি বিচিত্র শোভা—আলোকিত কত !
ইঙ্গিতে বলিলে—দেখ মেলিয়া নয়ন,—
সম্মুখে অক্ষয় ধন—অনন্ত জীবন।
বাহিরে ঘুরিয়া আর কত ক্লান্ত হবে,
বিপথে ভ্রমিয়া ভ্রান্ত কত দিন রবে ?
কাচেতে কাঞ্চন জ্ঞান কবে যাবে ঘুচে,
অকারণ-অশ্রুজল কবে যাবে মুছে ?
ধরার ধূলির পরে রস-গন্ধ-মাঝে,
হও ক্ষান্ত যেতে আর ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাজে।
থাক ঘরে, চিনে লও স্বজন :স্বধন,
এ ঘরেই মিল্‌বে তব রত্ন-সিংহাসন।
আমি তব পিতা মাতা সখা বন্ধু গুরু,
আমি নিত্য রস-উৎস, প্রেম-কল্পতরু।
নিশ্চিত নিবাস আমি—সর্ব্বসুখ-খনি,
আমাতেই ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রেম-স্পর্শমণি।

গিরিডি—কার্ত্তিক, ১৩৩২।

নিত্যগৃহ।

নিত্য তোমার নিরাময়পুর এত মধুর লাগে,
এই নিরালা বিজন বিনা বুঝি নাইতো আগে?
নিজের গৃহ ব'লে এল নিশ্চিন্ত নির্ভর,
ভাঙ্গাগড়ার রাজ্য ছাড়ি ঊর্দ্ধে নিরন্তর।
জড়ের দেহ ধরার ধূলায় রয়েছে আসীন,—
ভুলে যাই যে সেই কথা, একি সুখের দিন!
এই ঘরে মোর আনাগোনা দীর্ঘ দিবস ধ'রে,
এমন করে পাইনিতো আর, আজকে যেমন ক'রে?
এমন শোভন বিশ্ব তোমার আজ লাগে না ভালো,
নিভিয়াছে সকল প্রদীপ, চন্দ্র সূর্য্যের আলো।
তুমিই শুধু সারা ঘরে অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ,
মরণ-হারা জীবন হেথা—নাইকো দিবা রাতি।
একি সত্য! একি নিত্য! একি অচঞ্চল!
এই ঘরে কি রাখ্‌বে মোরে করিয়া অটল?

গিরিডি, খৃষ্টান হিলের পাদদেশে।
৩রা নবেম্বর, ১৯২৫।

দুখের সুপ্রভাত ?

দুখের দুয়ার খু'লে যে দিন এ'লে আমার ঘরে,
সে দিন হ'তে বন্দী আমি তোমার অ-ই করে।
সারা পথে ছড়াইয়া নিবিড় অন্ধকার,
আমারে দেখালে পথ বড় চমৎকার !
মিলা'লে জীবনে এক আঁধারের মেলা,
ব্যথার করুণ সানাই বাজে সন্ধ্যা সকাল বেলা।
বেহাগতানে বিষাদ-গীতি কতই কথা বলে,
মর্ম্ম-বাঁধন ছিঁড়ে যায় তার তপ্ত অশ্রু জলে।
সন্ধ্যা উষা দিবা নিশা—আঁধারে আমার—
বেলয়, বেতাল কভু তাহার হয়নি একটী বার।
ব্যথার সুরে আসন পাতা পূজা উপাসনা,
পরা পূজার ঘরে সারা দুঃখেরি সাধনা !
নিঠুর করুণ দেবতা গো ! করি প্রণিপাত,
আনিবে কি নিত্য নবীন দুখের সুপ্রভাত ? ৬।

বরিশাল—আশ্বিন, ১৩৩৩।

বিজনে।

নিরালা বিজনে আজ তুমি আর আমি,
এত দিনে মিলিয়াছি হে জীবন-স্বামি!
ভেঙ্গেগেছে যেন দেশ-কালের প্রাচীর,
নাহি কোন ব্যবধান—যোগ সুগভীর।
কত না ভরসা আশা ল'য়ে সঙ্গোপনে,
আশ্রয় নিয়েছি জান বিরলে বিজনে—
দেখিয়া লইবে বলে—যা কিছু আমার,
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কর্ম্ম চিন্তা-ভার।
নিজেরে আড়াল করি ঢাকিয়া তোমায়,
কত দিন দেখি নাই আপনারে হায়!
"তুমি যে অন্তরযামী সর্ব্বজ্ঞ মহান্,"
কি গভীর মনস্তাপ হারা'য়ে সে জ্ঞান,
কাণে আসিয়াছে সংসারের কুমন্ত্রণা,
হইয়াছে কতরূপে আত্ম-প্রবঞ্চনা!
কি যে ভ্রান্তি! ভাবিয়াছি—"দেখিছনা তুমি,
লুকানো তোমার কাছে এ অন্তর-ভূমি!"
ঘুচাও এ ঘনীভূত অবিদ্যা-আঁধার,
কর চক্ষুষ্মান্ ত্বরা জ্যোতিতে তোমার।
দৃষ্টি মম বদ্ধ থাক্ তব আঁখি-পরে,
আমারে হারাই আমি তোমার ভিতরে। ৭

গিরিডি—১লা শ্রাবণ, ১৩৩২।

তোমা না হারাই।

দুর্গম দুস্তর পথ—সাহারার মরু,
তার মাঝে তুমি মোর বিশ্রামের তরু!
পড়ি' ভ্রমে, পথশ্রমে কাতর যখন,
তব হাতে কতবার শীতল ব্যজন—
পাইয়াছি, চলিয়াছি—হয়েছি সবল,—
মুছিতে মুছিতে পথে নয়নের জল!
দিশাহারা সঙ্গীহারা হ'য়ে কতবার,
দিবার আলোকে আমি দেখেছি আঁধার।
কি আর বলিব আমি? করেছ লজ্জিত,
পলকে বিতরি পুনঃ জ্যোতি অযাচিত!
সে আলোকে মরু পার হ'তেছি এখন,
রক্তাক্ত আজিও যদি যুগল চরণ!
আছে ব্যথা, নাহি কথা বলিবার স্থান,
থাকিয়া থাকিয়া তবু কেঁদে ওঠে প্রাণ!
কত হারা'লাম পথে খুঁজিয়া না পাই,
চির-সঙ্গী! এই ভিক্ষা—তোমা না হারাই!

বরিশাল—৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৪।

কৃপা তোমার।

ভক্তিপুরে বিহার তোমার ওহে ভক্তরাজ !
ভক্তি-ধনে কাঙ্গাল আমি ডাকিতে পাই লাজ !
গানে তানে বন্দনা মোর পুরাণ হ'য়ে গেল,
যত গাঁথা মর্ম্ম-কথা শেষ হ'য়ে যে এল।
কর্ম্ম আমার অকর্ম্ম হায় ! হয়েছে সে জ্ঞান,
জ্ঞানের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে—বুঝেছি—অজ্ঞান।
আত্মশক্তি পুরুষকার—ছিল বড় বল,
গেছে সে ভুল ;—পদে পদে হইয়া নিষ্ফল।
সেবা-ধর্ম্মে সাধু কর্ম্মে তোমারে খুঁজিয়া,
নিরাশ চিতে সে পথ হ'তে এসেছি ফিরিয়া।
শ্যামল পত্রে হরিৎক্ষেত্রে নভ-নীলিমায়,
ফুলের গন্ধে মলয়-ছন্দে খুঁজেছি তোমায়—
কোথায় তুমি ? ভাঙ্গল নেশা ! কাটিয়াছে ঘোর,
মহাশূন্যে উদাস ধরা চক্ষে ভাসে মোর।
দৈন্য আমার এত দিনে বুঝিয়াছি হায়,—
"দীনাতিদীন না হইলে ভক্তি না মিলয় !"
কেমন ক'রে হব দীন তোমার কৃপা বিনে ?
লুকানো আমিত্ব মোর যায়নি এত দিনে !
আশা আমার—কৃপা তোমার দীন ভিখারী ক'রে,
সন্ধ্যাবেলায় ডাক্‌বে আমায় সেই নিরালা ঘরে। ৯

বরিশাল—আষাঢ়, ১৩২৯।

সম্বল।

সম্বল তোমার নাম,
আর কিছু নাই হাতে,
দীর্ঘ পথের সন্ধ্যা এলে,
ত’র্‌তে পারি যাতে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দণ্ডধ রে
চল্‌তে অনেক বাধা,
আমিত্ব সে আছাড় প’ড়ে
মাখে ধূলো কাদা।
রজঃ আসি রাশি রাশি—
উড়ায় কর্ম্ম-কেতু,
চেয়ে দেখি একটীও তার
রচে না যোগ-সেতু!
সাধু-সঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ
আনি কিছু দূর,
কঠোর কঠিন দুস্তর পথ
ক’রেছে মধুর।
সাধন-ভজন যা’ আয়োজন
সব মনে লয় ফাঁকি,
স্বচ্ছ সরল শিশু হ’য়ে
যদি নাহি ডাকি। ১০

বরিশাল—রোগ শয্যায়—১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৩।

নাই কিছু সঞ্চিত।

তোমার লাগি যে দিন আমার ঝরে দু'টি আঁখি,
এ জগতে, সে দিন, পেতে রয় না কিছুই বাকি।
বিষাদ-ভরা বিপুল-ধরা আনন্দেতে হাসে,
ঊর্দ্ধে সূর্য্য চন্দ্র তারা ভাব-তরঙ্গে ভাসে।
ফুলবাগানে ফোটা ফুল কয়নি যারা কথা,
হেসে হেসে জানায় সাঁঝে নূতন করে ব্যথা!
দুঃখ পেয়ে বিরাগ-ভরে দূরে ছিল যারা,
করুণ-সুরে হৃদয়-পুরে বাজায় বাঁশী তারা।
সুপ্ত যারা—লুপ্ত তারা—ভেবে এত দিন,
শুষ্ক চক্ষে ধরা-বক্ষে ছিলাম কত দীন!!
দিনের শেষে নবীন বেশে—একি অভিনয়!
একে একে সবাই তারা এসে কথা কয়!
অন্ধ নেত্রে হে অমৃত কি পরশ তব!
বিশ্বরূপে একি লীলা দেখি নব নব?
অশ্রুবিন্দু হ'তে যেন না হই বঞ্চিত!
তোমায় পেতে অশ্রু বিনা নাই কিছু সঞ্চিত! ১৬

বরিশাল—৭ই ভাদ্র, ১৩৩৩

বেদনা।

ঊষা আসি হাসাইতে চায়,
আলোক-আনন্দে করি খেলা,
মনমুগ্ধ যেন কি নেশায় !
দেখিল না প্রভাতের মেলা।
ফুল ফোটে, প'ড়ে যায় ঝ'রে,
বিলাইয়া সুগন্ধ সুষমা,
আঁখি অন্ধ কোন্ সে আঁধারে ?
বাড়ে বেলা—ঘুম ভাঙ্গিল না !
প্রভাতী গাহিয়া গেল পাখী—
শুনিল না বধির শ্রবণ !
আপনারে আপনি দে ফাঁকি,
টুটিল না কুহক-স্বপন !
সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইয়া হাত,
সমীর অমৃত দিল মাখি,
ঘুচিল না ঘোর অবসাদ,
জানিল না—কে গেল কি রাখি।
কোথা হ'তে আসি এ বেদনা,
প্রাণে এক করিয়া আঘাত,
আচম্বিতে জাগায় চেতনা,
কে জানে এই লুকানো কার হাত ? ১২

বরিশাল—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

বোঝা ও পাওয়া।

তুমি কি তখন বুঝাও তোমায়,
স্নিগ্ধ উজল আলোক-ছায়ায়—
ধ্যানের ঘরে প্রাণের আসন যখন দীপ্যমান ?
যখন—ছন্দ নবীন গন্ধ মধুর,
সুধারসে সব ভরপুর !
জীবনজু'ড়ে নীরব সুরে বাজে কি এক তান ?
যখন—স্বপ্নপুরের সুপ্ত ভাষা—
জাগায় প্রাণের লুপ্ত আশা,
স্মৃতির বুকে ফোটে কুসুম আপন-সুষমায় !
যাতে—নাইকো মায়া নাইকো মুক্তি
নাই জাগরণ নাইকো সুপ্তি,
কার্ সে আভাস করে উদাস মোহন মহিমায় ?
যখন—রয়না ব্যথা, হয় না কথা,
নাই নিবৃত্তি, আকুলতা ;
ভাব কি অভাব, আলোক আঁধার, নাইকো দিবা রাতি ;
যাতে—জড় কি অজড়, যায় না বোঝা,
নাই ব্যবধান—সরল সোজা ;
তখনি কি পাইহে তোমায় গোপন-পুরের সাথি ? ১৩

বরিশাল—কার্ত্তিক, ১৩২৩।

পুণ্য প্রভাতে।

পুণ্য-পূত প্রভাতের শ্যামলা ধরণী,
অঙ্কে তব শোভিতেছে হে বিশ্বজননী !
ফোটে ফুল অলিকুল মত্ত মধুপানে,
ফুল্ল-ভূষা হাসে ঊষা পূরব বিমানে।
জাগে প্রাণ—গাহে গান বিহগ পঞ্চমে,
মধুময় ধারা বয় পশিয়া মরমে।
অন্ধ রাত্তি দেখে ভ্রান্তি কেঁদে যায় চলে;
অরুণ-রথে হাসে ভানু উদয় অচলে।
সুপ্ত যত—ছিল মৃত, ঊষার সমীরে,—
সুধালাগি ওঠে জাগি আঁখি মেলি ধীরে।
যত শব্দ ছিল স্তব্ধ জাগায় ঝঙ্কার,
নিষ্ক্রিয় জগতে একি কর্ম্মের প্রচার ?
একি লীলা আদি মাতা ভুবন-মোহিনী !
আনন্দে পোহাও নিত্য আঁধার-যামিনী ?
কোন্ সে অতীত যুগে কি সুধা-সিঞ্চনে,—
রচিলে প্রভাত হেন থাকি সঙ্গোপনে ? ১৪

বরিশাল—মাঘ, ১৩২৭।

তুমি আর আমি।

আবার নিভৃতে মোরে রাখ লুকাইয়া,
নির্বৃতির নিত্য-রসে ভ'রে যাক্ হিয়া।
তুমি আর আমি থাকি প্রাণে যাহা পাই,
বুঝিবারে কেহ তাহা এ জগতে নাই।
ধীরে ধীরে দেও আসি সেই যে পরশ,
হৃদয় ছাপিয়া ওঠে—প্রেমের হরষ।
বর্ণে গন্ধে নানা ছন্দে ফোটে কত ফুল,—
শুষ্ক মৃতকল্প মোরে করিয়া আকুল।
ভুলে যাই আপনারে—মরতের ব্যথা,
অবিচ্ছেদে শুনি শুধু অমৃত-বারতা।
মৃত্যু সে মরিয়া যায়—বিশ্ব ভাসে সুখে,
আনন্দ-লহরী-লীলা চৈতন্যের বুকে!　১৫

গিরিডি—কার্ত্তিক, ১৩৩২।

তোমার আলোক।

তুমি যখন আপন রূপে
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো,
আঁধার-ঘেরা হৃদয়-কুটির
তখনি হয় আলো।
আকাশ-ভরা চন্দ্র-তারা
গৃহের প্রদীপ-ভাতি
প্রভাত ক'রে দেয় কি তারা
আমার মোহ-রাতি ?
আঁখি মু'দে বসি তাই,
হ'য়ে যুক্ত-কর ;
তোমার প্রদীপ জ্বল্‌বে ব'লে,
আঁধার করি ঘর।
লুকানো পাপ গোপন-পুরে—
মনের অগোচরে,
ঐ আলোকে বন্দী হ'য়ে
মাথাটি হেঁট করে।
সৃষ্টি যদি মুছে হয়—
শূন্য—আঁধারময়।
তুমি (ই) জ্বল্‌বে জ্যোতিরূপে,
মোর হবে না লয়। ১৬

বরিশাল—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

ভক্তে ভগবান্।

তোমার চরণ বরণ করি ধরায় ধন্য যাঁরা,
বিপুল বিশ্ব-কোলাহলে তাঁদের তো নাই সাড়া।
দিবস তাঁদের আঁধার-রাতি, আঁধার ঘরে আলো!
সৃষ্টি আড়াল করি সেথায় তুমিই কি দীপ জ্বালো?
নির্ব্বাক্ রসনা তাঁদের, —দৃষ্টি অচঞ্চল—
কতই বাণী শুনায় আনি—ধ্রুব সুমঙ্গল!
সবাই করে যেথায় বসি বিতর্ক-বিচার—
আপন মোহে নিবিড় করি সমস্যা-আঁধার।
সেথায় ভক্ত-অধর-কোণে একটী মৃদু হাসি—
ফু'টে উঠি দেয় সরায়ে আঁধার রাশি রাশি!
যেথায় ওঠে রাত্রি দিবা গর্জ্জি অভিমান,
দম্ভভরে দৃষ্টি—ধরা সরার সমান।
প্রেমিক তোমার সেথায় গিয়ে দাঁড়ালে একবার,
সুধার ধারা ব'য়ে যায়—একি চমৎকার?
নিন্দা-বাণে বিদ্ধ যেথা মানব-সন্তান,
যতই না সে হউক না হেয়, ওহে ভগবান্!
ভক্ত কেন কেঁদে আকুল? একি অপরূপ!
ভক্ত-প্রাণের লীলায়ও কি তোমারি স্বরূপ? ১৭

বরিশাল—আষাঢ়, ১৩২৮।

যবনিকা-অন্তরালে ভাগ্য-বীথিকায়,
কি সন্দেশ কার তরে কেমন সজ্জায়—
আনিয়াছ বর্ষদূত !—সবি অবিদিত,
জানিতে সন্ত্রস্ত তবু,—ভীত-পুলকিত !
নব নব রূপে ফোটে তোমার মহিমা,
অনন্ত যাত্রার পথে কোথা তার সীমা ?
পলে পলে গড়ি উঠে তব দিব্য রথ,
অনাদি কালের বক্ষে সোজা তার পথ।
জীব নাহি পায় ঠাঁই দাঁড়াতে জগতে,
কোথা হ'তে কোথা যায় ভাসি মহাস্রোতে
সংগ্রামে হইয়া শ্রান্ত শান্তির ভিখারী,—
তব মুখপানে চেয়ে আছে নর-নারী—
ভিক্ষা এই—"দুঃখ হ'তে মহা পরিত্রাণ,"
"নত শিরে বহিবারে বিশ্বের কল্যাণ।"
সে শিব-বারতা তুমি দিবে কি এ বার ?
দাঁড়াইয়া তাই সবে ঘিরিয়া দুয়ার !
মহাকালরূপী যিনি, তুমি তাঁর দূত,
কে বলিবে এ ধরায় তুমি অনাহূত ?
খোল যবনিকা তবে দেখি তব রূপ,—
আছে কি না ভালে চিহ্ন—"মঙ্গল স্বরূপ ?" ১৮

বরিশাল—বৈশাখ, ১৩২৯।

কাটে নাই মরতের মায়া।

কথার উপরে উঠি কথা,
গুমড়িয়া আছাড়িয়া মরে,
উদ্বেলিত সাগরের বুকে,—
ঊর্ম্মি যথা ঊর্ম্মির উপরে।
কণ্ঠ কই হ'ল না নীরব !
চঞ্চল অধীর আজও হিয়া,—
কভু ক্ষোভে, কভু গ্লানি-রোষে—
উঠিতে উন্মুখ গরজিয়া।
এখনো হ'ল না শান্ত মন.
দেবাসুরে চলেছে সংগ্রাম !
বহে বাসনার রক্ত-নদী ;
কে বলিবে কোথায় বিশ্রাম ?
লজ্জা-ভয়-ত্রাসে মন ভীত,
আসে বেলা হ'য়ে অবসান ;
বিষণ্ণ আঁধার চারি ধার,
নাহি জাগে আনন্দের গান।
দেহ মাগে বিশ্রাম কাতরে,
প্রাণ চাহে সুশীতল ছায়া ;
মরমেতে ধ্বনি শুধু এই—
"কাটে নাই মরতের মায়া।" ১৯

কলিকাতা—ভাদ্র, ১৩৩৩।

বর্ষারাতে।

নিশীথ রাত নিবিড় আঁধার,
মেঘে ঘেরা আকাশ-তল,
তপ্ত ধরার বুকে ঝরে,
বৃষ্টি-ধারা অবিরল।
সৃষ্টি যেন গেছে মু'ছে,
স্মৃতি শুধু আছে জাগি ;
হারাণো তার যত কিছু—
অন্বেষণ আজ পাবার লাগি।
ঘরের হ'য়ে বাইরে যারা,—
ছিল অতি দূরে দূরে,
মিলন তাদের কি বিচিত্র !—
একই করুণ ব্যথার সুরে।
শান্ত স্তব্ধ হৃদয়-পুর !
নাই কো নিদ্রা-জাগরণ,
অলক্ষ্যেতে কে দিয়ে যায়,—
রচি' ধ্যানের আসন ?
এ লোক সে লোক নহে দু'লোক,
নিত্য এ যে একই সাথে ;
মোহের আঁধার জড়ের বাঁধন,
কে কাটে এই বর্ষারাতে ?

আষাঢ়—১৩২৬।

পাই না নিরবধি।

হৃদয়-কোণে সঙ্গোপনে কে তুমি আমার ?
সন্ধ্যা-ঊষায় নিবিড় নিশায় এসো বারেবার ?
দেখি দেখি না যায় দেখা, অরূপ মাধুরী,
ধরি ধরি যায় না ধরা খেলাও লুকোচুরি ?
কতই চেনা, কতই জানা, কতই আপনার !
তবু এমন নিত্য নূতন দেখি নাতো আর ?
জানি আমি দিন-যামিনী থাক সাথ সাথ,—
ধর্‌তে বুকে, রাখ্‌তে সুখে বাড়ায়ে দু'হাত।
দেখি আবার দৃষ্টি তোমার আমারি নয়নে,
কি আবেশে এক নিমেষে কি যে ঢালে প্রাণে !
অশ্রু মু'ছে উঠি বেঁচে—তন্দ্রালস চিত—
ভাব-লুপ্ত শত সুপ্ত জাগায় সুখের গীত।
কোন্ পিয়াসায কিসের নেশায় তুমি এমন ক'রে,
চিরযুক্ত, সঙ্গমুক্ত ! চাহিতেছ মোরে ?
বোঝ ব্যথা, কওনা কথা, এ কেমন দরদী ?
দুঃখ আমার এই অনিবার—পাই না নিরবধি !·২১

বরিশাল—ভাদ্র—১৩৩১

"আমি"র নিগড়।

আর কিছু নয় পথের বাধা, আমার বাধা আমি,
সাক্ষী চেতা হ'য়ে আমার কি না জান, স্বামি!
তোমার দেওয়া ওজন করা 'আমি'র স্বাধীনতা,
সেই কি নহে চিরদিনের তোমার অধীনতা?
অফুরন্ত দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত পথ,
আমারে ভুলায়ে নিয়ে ধায় মনোরথ!
উত্থান-পতন শত, জয়-পরাজয়,
এপথে করিছে কুরুক্ষেত্র অভিনয়।
দুঃখ পাপ পরিতাপ বিরহ-দহন,
আমি'র কর্ম্মফল হ'য়ে দেয় দরশন।
তোমার অধীন না হইয়া যতই বিপদ্
পদে পদে স্বেচ্ছাচার—বিরুদ্ধ বিপথ।
যে দিন থাকি অধীন তব—কি কহিব আর?
দেখি—মুক্ত মিষ্ট উদার অখিল সংসার!
আমি'র নিগড় কাট্‌বে কবে, মুক্ত মহীয়ান্!
অধীন হ'য়ে হব কবে স্বাধীন সন্তান? ২২

বরিশাল—ভাদ্র—১৩৩৩।

কি রহস্য !

ব্যথা দিয়ে বুলাও হাত
এ কোন্ প্রেমের রীতি ?
দুঃখের বোঝা দিয়ে শিরে,
দূর ক'রে দেও ভীতি ?
কাঁদাইয়া বাহির কর
তপ্ত অশ্রুজল,
মুছাইতে পাত পুনঃ
স্নেহের অঞ্চল ?
অনুতাপে দগ্ধ করি
হৃদয়-কমল,
খাঁটি সোণা কর্‌তে চাও—
পরশে, উজ্জ্বল ?
আঁধারে ঘিরিয়া অন্ধ
করিয়া নয়ন,
অন্তরে আশার দীপ
জ্বালাও নূতন ?
জড় দেহ ভস্ম কর
রচিয়া শ্মশান,
আত্মায় অমৃত-রস
করাইতে পান ? ২৪

বরিশাল—মাঘ—১৩৩১ ।

লীলা।

আমারে লইয়া লীলাময়, লীলা তব
চলিয়াছে এ ধরায় নিত্য নব নব।
কত হাসি কত হর্ষ কত গন্ধভার;
ফুলের মতন ফুটি ঝরিল আবার!
ভাববন্ধ গীতছন্দ কত না রাগিণী,
আমারে ঘিরিয়া সুখে পোহাল যামিনী।
স্নেহ-দয়া প্রেম-প্রীতি স্রোতের মতন,
কত দিক হ'তে আসি ভাসা'ল জীবন।
কত শক্তি ভাবভক্তি কর্ম্ম নিরমল,
প্রকাশিত হ'ল কত রূপ-অচঞ্চল!
কিন্তু আজ, অদৃশ্য সে অতীতের যত.
ধরা ছোঁয়া যায় না যে, তা স্বপনের মত!
রোগ শোক দুঃখ তাপ আঁধারের বেশে,
ধীরে ধীরে আসিতেছে যেন দিবাশেষে।
আঁধারে তোমার লীলা নহে ভয়ঙ্কর,
দেখেছি তাহাতে জ্যোতিঃ মঙ্গল-সুন্দর।
(এবে) দেহ জীর্ণ, প্রাণ শীর্ণ, চিত্ত ভয়াতুর,
প্রার্থনা—দরশ-দানে রাখিও মধুর।
জড়ে নহে লীলা সাঙ্গ, চৈতন্যের দেশে—
করিও অনন্ত লীলা নব নব বেশে। ২৪

গিরিডি—ফাল্গুন—১৩৩৯।

ডাক সবে পুনঃ তবে।

যে পথ দেখা'য়ে সেই এনে ছিলে ডেকে,
ছাড়ি নাই সেই পথ ঝঞ্ঝা বৃষ্টি দেখে।
চলিয়াছি দীর্ঘ দিন নিয়ে তব নাম,
যে নামে দিয়েছ হাতে তোমারি নিশান।
মরণ ভুলিয়া যাই নাম গেয়ে তব,
বসি নাই পথে, পেয়ে শক্তি নব নব।
এ ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে যাদুকর সম,
কত খেলা খেলাইলে—কি যে অনুপম!
এ পথের বড় দান দিলে যে আমায়,—
"তুমি প্রভু, আমি দাস"—লিখে পতাকায়।
কিন্তু প্রভু, এ পথের বেলা অবসানে,
ডাকিতেছ একে একে অমৃত-ভবনে।
ধীরে ধীরে কণ্ঠ যত হতেছে নীরব,
নিস্তব্ধ আনন্দধ্বনি,—নিস্তেজ উৎসব।
আসিছে না পিছে কেহ, ধরিতে নিশান,
বহিতে নাম-বারতা হয়ে আগুয়ান্।
দুর্গম দুস্তরপথ ব'লে কি সকলে
আসিবে না, নমিবে না, এ নিশান-তলে?
ডাক সবে পুনঃ তবে, কর শক্তি দান,
উঠুক আবার তব নামের ত ফান! ২৫

যখন।

আঁধার যখন নিবিড়, তখন
তোমার আলোক দেখ্‌তে পাই,
আলোক যখন হাসায় ভুবন
আমি অন্ধ —তুমি নাই।
বিশ্ব যখন নিদ্রা-মগন
তোমার আহ্বান জাগায় মোরে,
সবার যখন হয় জাগরণ ;
(আমি) লুপ্ত-চেতন ঘুমের ঘোরে।
বিপদ যখন গর্জ্জে ভীষণ
ফুটাও মুখে হাসির রেখা,
সম্পদের সুখ ষোল আনায়
দেখ্‌তে না পাই তোমার লেখা !
বন্ধু-স্বজন সবাই যখন,
এক এক ক'রে দাঁড়ায় দূরে,
তোমার আসন র'চ তখন,
আমার শূন্য হৃদয়পুরে। ২৬

বরিশাল—বৈশাখ, ১৩২৫।

পথে।

তোমার হওয়া, তোমায় পাওয়া,
কে জান্ত এত কঠিন ?
বুঝি এখন, পথে যখন—
কাটে আমার রাত্রি দিন।
তবু আছি, আশায় বাঁচি,—
এক দিন তোমার হব আমি ;
আমার যাহা, লইবে তাহা
হ'য়ে আমার হৃদয়-স্বামী।
আবার প্রাণে, সঙ্গোপনে
কতই ব্যথা জেগে উঠে,
ঝরে আঁখি, চেয়ে থাকি,
মুখে কথা নাহি ফুটে।
পথ যে তবু, ছাড়ি কভু,
হয় না ইচ্ছা ঘরে যাই ;
তোমার লাগি, সকল ত্যাগি,
সুখের বাড়া দুঃখকে পাই।
সুখে দুখে, ধরার বুকে,
পথের তো শেষ হ'য়ে এল,
তার পরেতে, কোন্ সে পথে
খুঁজ্‌ব তোমায় ?—বেলা গেল। ২৭

বরিশাল—কার্ত্তিক, ১৩২৮।

মৃত্যু-মঙ্গল।

মৃত্যু যে তোমার রূপ অমৃত-স্বরূপ,
অবিদ্যার অন্ধ-ভীত—দেখি অন্য রূপ।
তোমা হ'তে এ জগৎ আসিল তোমার,
আলোকের পশ্চাতে রচিলে আঁধার।
কেহ বোঝে—ইচ্ছামূলে এ আধার মায়া,
কেহ দেখে মৃত্যু-তম অমৃতের ছায়া।
মৃত্যু রাখিয়াছে খুলি অমৃত-ভাণ্ডার,
মৃত্যু বিনা কার শক্তি আছে বাঁচিবার?
রোগ-শোক-ব্যথা দিয়ে নিয়ে মৃত্যু-দ্বারে,
অমৃত-পরশ-দানে বাঁচাও সবারে।
সত্য হ'য়ে নিত্য হ'য়ে, আছ দ্বন্দ্বাতীত,
বদ্ধ আমি মৃত্যু-ঘোরে সদাই চকিত।
শুধু সত্যে নাহি তব অমৃত-পরশ,
প্রেমের সংযোগে পাই পরশ সরস। ২৮

বরিশাল—রোগ শয্যায় ১৫ই মাঘ, ১৩৩৩।

ভাঙ্গা বাঁশী।

ভাঙ্গা বাঁশী হ'য়ে আছি প'ড়ে গৃহ-কোণে,
আর কি বাজাবে মোরে আদরে যতনে?
জড়তা-বিষাদ-ঘুণে ধরিছে অন্তর,
আসে না আশার বায়ু করিতে অন্তর।
রুদ্ধ হ'য়ে যাইতেছে যত ছিদ্র-পথ,—
চাপা দিয়ে চিরতরে শত মনোরথ।
বিস্মৃতি-বিভ্রম কত লূতাতন্তু সম,
আমারে জড়া'য়ে জাল বাঁধিছে নির্ম্মম।
স্বপ্নে তবু বারে বার উঠি চমকিয়া,—
কে যেন বাজা'তে আসে অধরে ধরিয়া। ২৯

বরিশাল—২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৩।

দুঃখই মঙ্গল।

আমার তরে তোমার বিধান কোন্ মঙ্গলের পথে,
বুঝিতে দিলে না তা' যে, আজও কোন মতে।
অন্তরে বাহিরে দুই আঁধারের খেলা,—
মিলাইছে নিত্য নূতন দুঃখের আঁধার-মেলা।
আমিই কি মনোমত সুখের লীলা-ভূমি,
দুঃখরূপী হ'য়ে তাই লীলা কর তুমি?
দুঃখ কর মিষ্ট তবে,—মিষ্ট অশ্রুজল!
মাথা পাতি' বিধান মানি—দুঃখই মঙ্গল! ৩০

বরিশাল—বৈশাখ, ১৩৩৪

ব'লে দেও মোরে।

দিতে গিয়ে যে দিন ঘরে রিক্ত হ'য় আসি,
সে দিনওতো আমিই আমারে ভালবাসি।
সঞ্চয় কিছুই যার থাকিছে না ঘরে,
বিলাইতে নেশা তার দৈন্যের ভিতরে ?
দৈন্যেরে করিয়া বড় হারাইয়া যাওয়া,
হে অনন্ত ! সে কি হয় তোমারেই পাওয়া ?
না মানিলে আপনারে, না বাঁচা'লে হায় !
তোমার আসন আমি রচিব কোথায় ?
তব সঙ্গে কত রঙ্গে চলেছে কি খেলা,
বুঝিতে হার মেনে যাই—কেটে যায় বেলা ?
প্রাণাধার শক্তিরূপী তুমি জ্ঞান-গুরু,
তোমাতে ভরসা আশা প্রেম-কল্পতরু !
আসন তোমার পাত্‌ব কোথায় আমার ভিতরে,
কি রাখ্‌ব কি বিলাইব ব'লে দেও মোরে। ৩১

বরিশাল—আশ্বিন, ১৩৩৪।

কবে ঘুচিবে দুর্দ্দিন?

বুঝিয়াছি অপরাধ করিয়াছি পায়,
কত নিশি জাগরণে কাটিয়াছে তায়!
সহিয়া দারুণ ব্যথা, ফেলি অশ্রুজল,
ছাড়ি নাই আশা তবু—হইব শীতল।
কাঁদিয়া কতই সুখ চরণে তোমার,
তুমি জান, আমি জানি, কে জানিবে আর?
ছেড়ে নও, দূরে নও—আমারে লইয়া,—
চলেছে তোমার লীলা জীবন-ভরিয়া।
দরশ-পরশ-দানে কত কত বার,
রাখিয়াছ বাঁচাইয়া ভুলিব কি আর?
নিজ অপরাধে হায়! হে পরম ধন,
অবিচ্ছেদে মিলে না যে তব দরশন!
কবে হব তব পদে অপরাধ-হীন,
দরশন-ভিখারীর ঘুচিবে দুর্দ্দিন? ৩২

গিরিডি—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

রহস্য।

যত ছিল জানা, হইল অজানা,
চেনা সে অচেনা হ'ল ;
ছিল যত পথ, হইল বিপথ,
সমুখে পশ্চাৎ এ'ল।
আদি যাহা ছিল, অনাদি হইল,
সসীমে অসীম ভাসে ;
ঘুম-ঘোরে যত, সবাই জাগ্রত,
নিশীথে দিবস হাসে।
অজড়ে দৃশ্য, অণুতে বিশ্ব,
স্বপন পাইছে কায়া,
মরণে জীবন, দেহ ধন জন,
ধরিছে মৃত্যুর ছায়া।
জন্ম সে বিদায়, ঊষা যে সন্ধ্যায়,
একি দেখি, হে নমস্য !
খুলিবে কি তুমি, বুঝিব কি আমি,
মোরে ঘিরি যে রহস্য ? ৩৩

বরিশাল—ভাদ্র, ১৩২৭।

অতিথি-বরণ।

জয়-পরাজয় আর উত্থান-পতন,
লাভালাভ, ক্ষতি-বৃদ্ধি, জীবন-মরণ ;
দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোক-তাপে ভরিয়া অন্তর,
এলে কি অতিথি তুমি নূতন বৎসর ?
শৈশব-যৌবন-জরা করি অভিনয়,
কত বার কত রূপে দিলে পরিচয়।
অনাদি কালের বক্ষে অনন্ত জীবন—
ধরিয়া দেখা'লে কত মায়ার স্বপন !
কি লেখা রেখেছ ঢাকা মানবের ভালে,
কেহ নাহি জানে, অন্ধ—ভবিষ্যের জালে।
শত সমস্যার অ-ই নিবিড় আঁধার,
আসিছে কি সঙ্গে তব ঘিরি চারি ধার ?
সন্দেহ-আকুল প্রাণ, আনন্দ কোথায় ?
বিষণ্ণ দুর্ব্বল চিত্ত দুঃখেরে ডরায়।
অজ্ঞাত অগম্য তুমি হলেও সবার,
অতিথি—আরাধ্য-বেশে এস গো আবার !
ঘাত-প্রতিঘাত আর সংসার-ঝঞ্ঝায়,
শ্রান্ত হিয়া ক্লান্ত কায়া ধূলাতে লুটায়।
তাই যে বরণ-মাল্যে বরিতে তোমায়,
প্রতি পদে পাই বাধা নবীন উষায়। ৩৪

বরিশাল—বৈশাখ, ১৩২৮।

কেন ?

কেউ শোনে না কারো' কথা, কেউ বোঝো না কারো ব্যথা,
বিবাদ-বিতর্কে সদা উঠায় হলাহল ;
আমিত্ব-আঁধারে অন্ধ, পথ হারায়ে সদা দ্বন্দ্ব,
চল্‌তে গিয়ে সংঘর্ষণে জ্বালিছে অনল !
নিজের ঘরে আপন জনে, দেখে দেখে বিষ-নয়নে,
দিবা নিশি প্রাণে হানে তীক্ষ্ণ নিন্দা-বাণ,
তোমার হাতে গড়া জীবন, তারে তুচ্ছ করি এমন,
কেন ঘটায় অকল্যাণ ওহে ভগবান্ ? ৩৫

বরিশাল—শ্রাবণ, ১৩২২।

অনন্ত বিশ্রামে ?

দেহ-যন্ত্র হবে অচল অ-ই যে অচিরে,
বুঝিতেছি কোথা যেন চলেছি ধীরে।
ধ'রেছে মন্থর গতি চরণ যুগল,
বাহু দুটী দিনে দিনে, শিথিল বিকল !
রসনা কয় মৃদু বাণী কতই করুণ,
নাই সে তেজ তাহার মাঝে, নাই সে আগুন।
অন্ধ দুটী আঁখি-তারা, ডুবি অন্ধকারে !
তবু খোঁজে—এত দিন চাহিয়াছে যারে।
চলিয়াছি দীর্ঘ পথ দারুণ সংগ্রামে,
এবারে কি নিবে তবে অনন্ত মিশ্রামে ? ৩৬

সন্তাপিত জনে ?

অজিও উঠিছে তাপ হয়নি বারণ,
আছে জানি আমাতেই লুকানো কারণ।
তাপিত চিত্তের সমাধানে,
ক্ষীণ ম্লান আত্মদৃষ্টি দানে,—
কত দিবা-বিভাবরী কাটিতেছে মোর,
পেয়েছি সন্ধান, তবু নাহি কাটে ঘোর !
ওঠে তাপ—পোড়ে মন, চিত্ত জ্ব'লে যায়,
কালিমা জমিয়া ওঠে এ নিত্য আত্মায় !
বড় ভয়—সাথী হ'য়ে যায় সাথে যদি,
মুছিবার নহে তবে, রবে নিরবধি।
চিরবন্ধু ওহে গুরু, স্বামি !
জানিতো অদাহ্য আমি,
ভস্ম না হইয়া তবু জ্বলিব দহনে ;
এই কি শাসন তব সন্তাপিত জনে ? ৩৭

———

বরিশাল—আশ্বিন, ১৩৩৪ ॥

তোমা যুক্ত হব ধ্রুব তারা!

ওহে শান্ত! ওহে শিব! বল আর কত রহিব,—
আজও তো চঞ্চল চিত শান্ত নাহি হায়!
কল্পনা-কুহকে চড়ি, কত ভাঙ্গি কত গড়ি,
স্থির ভূমি তাই মোর হারাইয়া যায়!
এখনোত কত সাধ, ঘটে হরষ- বিষাদ,
উত্থান-পতন শত হাসি অশ্রুরাশি,—
নিয়ে আলোক, আঁধার, জীবনের চারিধার,
দিবা নিশা সম এযে ঘিরিতেছে আসি!
তবু হে উজল-নব! শান্ত শিব রূপ তব,
দেখাইছ বারে বার একি সঙ্গ-রীতি?
শুধু তাই এত দিনে, বুঝেছি তোমারে বিনে,
কাটে না আঁধার রাতি, অমঙ্গল-ভীতি।
(তবে) এ নহে প্রচুর প্রভু, না হারাই যদি কভু,—
শান্ত রূপ—শান্তি যাতে নিত্য-রসধারা—
ডুবি তাতে পূর্ণকাম, ভুলিব চঞ্চল ধাম,
ধুলিমুক্ত তোমাযুক্ত হব ধ্রুব তারা! ৩৮]

বরিশাল—আষাঢ়, ১৩৩৪

আরো দুঃখ।

দিবা শেষে পুরবীর তানে—
　　　　ছুটে আসে কি মহা উদাস!
আপনারে যাই হারাইয়া,
　　　　খুঁজে ফিরে আকুল নিশ্বাস!
ভাঙ্গে ঘুম নিশীথ-নিশায়,
　　　　কেঁদে ফেরে বেহাগ-রাগিণী,
জেগে ওঠে বিষাদের গান,
　　　　সুপ্তিগত অতীত-কাহিনী।
দেখিতে দেখিতে আসে ঊষা,—
　　　　সঙ্গে নিয়ে গুঞ্জন করুণ,
ভৈরবীর মূর্চ্ছনার ঘরে—
　　　　জাগে ব্যথা মধুরে দ্বিগুণ।
চাহি যাহা, পাইনি তা' কভু,
　　　　এইত দানের বিধি তব,
মুখ চেয়ে চেয়ে দেখি এবে.
　　　　আসে দুঃখ নিত্য নব নব।
ব'সে তাই দৈন্যের দুয়ারে,
　　　　পাব ব'লে হে পূর্ণ তোমায়—
প্রাণে আশা—আরো দুঃখ আসি,
　　　　তব ক্রোড়ে বসাবে আমায়। ৩৯

সিউড়ি—আশ্বিন ১৩৩২।

কে বাঁচিল কবে?

ওহে সত্য, ওহে নিত্য, ওহে সুনিশ্চিত,
ডুবিয়া তোমাতে এযে হতেছি বিস্মিত!
মহাকাল-স্রোতে ঐ বিশ্ব ভেসে যায়,
মুক্তির বাতাস আসি লাগিতেছে গায়।
ঘোর ভূকম্পন আর জলধি-গর্জ্জন,
ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি বজ্র-নাদ জ্যোতিষ্ক-পতন,—
শব্দ নাহি পশে কর্ণে, না পরশে দেহ,
তোমাতে নিশ্চিন্ত আজ—নিরাপদ গেহ!
শান্ত আমি—সুখী আমি ভুলি জড়দেশ,
তুমি আদি অন্ত মম—তুমি মম শেষ।
ভাসিয়াছি বহুদিন কত ঘাটে ঘাটে,
ভ্রমিয়াছি—দিশাহারা, কত হাটে বাটে!
কিনিলাম কত কি যে, কিছু তার নাই,
যত্নে রাখিলাম যাহা হয়েছে তা' ছাই।
যেখানে বন্ধন দৃঢ়, একান্ত নির্ভর,
সবি লুপ্ত—নাহি চিহ্ন—শূন্য সুদুস্তর।
এ হেন দুর্দ্দিনে একি দেখা'য়ে স্বরূপ,
ডুবিবার তরে মোরে করাইছ চুপ।
দিও না দিও না আর ভাসিবারে তবে,
তোমাতে না ডুবে ভবে কে বাঁচিল কবে? ৪০

গিরিডি—৩১শে আষাঢ়, ১৩৩১।

হই যেন পার।

তরী কেন ঘাটে এসে ফিরে ফিরে যায়,
মনে হয় পারে নিতে ভুলেছে আমায় !
নিশ্চিত দিনের কথা, হায়রে অনিশ্চিত,
ভিড়বে কবে আবার তরী—সদাই ভাবে চিত।
নিশ্চিন্ত নিরালা তাই নাহি যায় থাকা,
কোথাও মাথার বোঝা নাহি যায় রাখা।
প্রতিদিন সন্ধ্যা আসে অস্ত যায় ভানু,
আঁধারে ঢাকিয়া ফেলি' অণু পরমাণু।
আমারেও ডুবাইতে চায় সে আঁধার,
অন্তরের আলো যেন নিভে বার বার !
স্থির জ্যোতিঃ ! কর স্থির, আলোক আমার,
তরী এলে অবহেলে হই যেন পার ! ৪১

বরিশাল—আশ্বিন, ১৩৩৪।

বর্ষবিদায়।

নূতন হ'য়ে এসেছিলে হে বন্ধুরতন !
তোমায় সবে বিদায় করে ব'লে পুরাতন ?
তোমার বক্ষে রাখি মাথা যত প্রেমিক কবি,
তোমারি ফুল-বর্ণ-গন্ধে রচি কত ছবি—
অমর হ'ল এ মরতে ! জীবনদাতা তুমি ;
আজি তোমার নাইকো হেথা দাঁড়াইতে ভূমি ? ৪২

বরিশাল—চৈত্র, ১৩২১

বিফল ক'রোনা।

আজিও ধ্যানের আসন হ'ল না অটল,
কি বাতাসে এক নিমেষে ক'রে দে চঞ্চল।
প্রভাত-সন্ধ্যা-নিশীথে অ-ই তব পদ-তলে,
আসন বিছানো মোর ধ্যানে পাব ব'লে।
কিন্তু হায়! কোন্ সুদূরে সূক্ষ্ম কর্ম্ম-জাল,—
আছে ঘেরা, সদাই টানে—নাহি কালাকাল।
অধীর চিত্ত করিতেছে কাটিতে বন্ধন—
যে সংগ্রাম, কে বুঝিবে হে অন্তরধন?
পদে পদে পরাজিত!—দুঃখ অবিরাম,
কে ঘুচাবে দুর্ব্বলের দারুণ সংগ্রাম?
বড় ব্যথা—আছে পাতা ধ্যানের আসন,
বসিতে শকতি নাই, কেমন শাসন?
দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় চ'লে,
আজিও জড়ায়ে জালে ভাসি অশ্রুজলে!
কর নাথ! কর নাথ! এ জাল-মোচন,
বিফল ক'রোনা রচা-ধ্যানের আসন। ৪৩

বরিশাল—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

খেয়া ঘাটে।

আজিও উঠিছে তাপ—
নিগূঢ় দহন,
বুঝিয়াছি হইনি শান্ত
মনের মতন!
বিষাদে বদন ম্লান
জলে ভরা আঁখি,
আসিতে সন্ধ্যার ঘোর
বেশি নাই বাকি।
বহু দূরে যাত্রা-গৃহ
রহিয়াছে প'ড়ে,
সেথানে ফিরিয়া যাই
এখন কি ক'রে?
অশান্ত রেখ না পথে
হে শান্ত-মঙ্গল!
দূর কর গূঢ় তাপ
হই গো শীতল!
খেয়া-ঘাটে রাখ মোরে
ইচ্ছা যত দিন,
করিও না নিষ্করুণ—
প্রেম-ধৈর্য্য-হীন। ৪৪

বরিশাল—রোগ-শয্যায়—২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৩।

সঙ্গীর মায়ায়।

যার কেহ নাই তুমি যে তার,
তাই তো প্রভু, আমি তোমার!
যারা ছিল সঙ্গী সাথী, দুঃখেতে ব্যথার ব্যথী,
তারাই যে আনিছে আঁধার!

সঙ্গ যাদের ছিল মিষ্ট অতি,
অন্তরে হইত প্রেমের আরতি,
ভার-চিন্তা-কর্ম্মযোগে, দুঃখে বিপদে কি রোগে,
ছিল যারা নিয়ে ইষ্টে মতি;

কর্ম্ম-চক্রে ঘুরি ফিরি তারা,
জঞ্জালে রচিয়া অন্ধকারা!
ভুলিল সম্পর্ক শত, মুছি সুখ-স্মৃতি যত,
অবশেষে হ'ল সঙ্গী-হারা!

তুমি দাঁড়ালে না কভু দূরে,
পাপে-পুণ্যে ডাক এ-কি সুরে,
নাহি চাহি প্রতি দান, আপনারে কর দান,
ব্যস্ত যেন মোর তরে ঘু'রে!

কি করেছি এত দিন আমি
তোমা হ'তে (বেশী) ভালবেসে স্বামি!—
ধরা-পথে পান্থ জনে,— সঙ্গীরা যেন স্বপনে!

ঘুম যদি ভাঙ্গিলে সন্ধ্যায় !
জাগরণে পাব কি তোমায় ?
আঁখি পরে তবে থাক, হাতে হাত দিয়ে রাখ,
না ঘুমাই—সঙ্গীর মায়ায় ! ৪৫

বরিশাল—১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ।

বর্ষবিদায়।

জীবন-নদী নিরবধি কোন সাগরের পানে
আকুল প্রাণে উদাস গানে ধায় যে কি সন্ধানে !
হর্ষ-জোয়ার এসে তাহার দুকূল ভেসে যায়,
ভাঁটার টানে দৈন্য-দারুণ কার্ সে পিয়াসায় ?
কর্ম্ম-বেলায় প'ড়ে হেলায় চিহ্ন—রজ তম—
সত্ত্ববিহীন ; মুক্তা-শূন্য শুষ্ক শুক্তি-সম ।
তরঙ্গের অঙ্গে অধীর বুদ্‌বুদের প্রায়,
মাস ঋতু সম্বৎসর তেম্‌নি কি মিলায় ?
অর্থ তাহার কে কবে আর ? দুই তীরেতে যারা—
স্তব্ধ—বৃক্ষ ভূধর, উর্দ্ধে রবি-চন্দ্র-তারা ! ৪৬

বরিশাল—চৈত্র—১৩২৮

তোমা বিনা।

এ জগত্ তোমা বিনা শূন্য সুদুস্তর,
দিবস আঁধারে ঘেরা—রূপ ভয়ঙ্কর !
যত আশা ভালবাসা সব যায় মুছে,
দুর্ব্বহ ধরার ভার সব যায় ঘুচে।
জাগে এক অন্ধ ভীতি—নির্ম্মম নিবিড়,—
ছায়া বিস্তারিয়া যেন মৃত্যু-সমাধির !
বিস্মৃতি বিছায়ে তার তিমির-অঞ্চল,
ঢেকে ফেলে অতীতের সম্পদ সকল।
সে আনন্দ, সে সুগন্ধ, সে প্রেম-লহরী.
খেলে না জীবনে নব নব রূপ ধরি।
তোমা ছাড়া—সব হারা—আমি কি আমারি ?
সুদুস্তর অন্ধকার—কি ক'রে সাঁতারি ? ৪৭

বরিশাল—শ্রাবণ, ১৩৩৩।

আঁখি মম ঝরে !

ক্ষুদ্র অশ্রু-বিন্দু-মাঝে যে পরশ তব !
হে অনন্ত ! অমৃতের সে কি রূপ নব ?
দিনান্তে একটী বার পেলে এ পরশ,
কে মাগিত তব পদে তোমার দরশ ?
সুখে কাঁদি, দুঃখে কাঁদি, কাঁদি পেয়ে ভয়,
বিচ্ছেদে, মিলনে কাঁদি—প্রাণ অশ্রুময় !
কোথা হ'তে নেমে আসে শীতল বাতাস,
জুড়ায় তাপিত হিয়া, যায় হা হুতাশ !
কি শান্তি সান্ত্বনা মানে অশান্ত জীবন,
কে বুঝিবে এ রহস্য না করি ক্রন্দন ?
বিরলে বিজনে তাই ভ্রমি আশা-ভরে,
কোনো ছলে পুনঃ যদি আঁখি মম ঝরে ! ৪৮

বরিশাল—১৩২৪ !

ভুল।

এ পারের এই দরিয়ায়
ভুল না যদি ভাঙে,
কি হবে তার ও-পার গিয়ে,
পড়্‌লে আঁধার গাঙে?
চোখে মুখে আজও ঘোর,
স্মৃতি ঘেরা ভুলে;
এমন সুহৃদ্ হ'ল না কেউ—
দৃষ্টি দিতে খু'লে?
কেহ কহে—আত্মহারা
ভুলে গেছে পথ,
দূরে থেকে কেহ কয়,—
বড় যে বিপদ্!
জীবন-তরী তরঙ্গেতে
হাবুডবু খায়,
সঙ্গী যারা তীরে মিছে,
করে হায় হায়!
চির সঙ্গী, অন্তর্য্যামি!
এ পারে কি তার—
ভুল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাবে
হ'য়ে কর্ণধার? ৪৯

নিবেদন।

জগদীশ ! এজগতে যারা মনোমত,
দূরে দাঁড়াইল তারা সরি হাত-শত ?
ছিল যারা সদা-সঙ্গী বেদনা-বিধুর,
ধরিল মূরতি আজ কি রুদ্র ! নিঠুর !
ভুলিয়াছে অতীতের স্বর্ণ-সুপ্রভাত,
জানে না যে রচিতেছে—অন্ধ দুঃখ-রাত !
বিস্মৃতি-অর্গল-রুদ্ধ হৃদয়-দুয়ার,
বিফল রোদন দ্বারে, কে খুলিবে আর ?
সংস্কার-কুহেলি-জালে বধির-শ্রবণ,
কে শুনিবে ? মোহ-সুখে তন্দ্রালস মন।
সুখছলে জড়োরিত জমায়ে জঞ্জাল,
বুঝিছে না গুরুভারে কত যে কাঙাল !
হিতকথা শুনে ব্যথা পাইছে মরমে,
বিরূপ বিরুদ্ধ তাই ধরম-করমে !
ধ্রুব সত্য ধর্‌তে চিত্ত অসমর্থ হায় !
অসত্যের শূন্যে যেন রচিছে কুলায় !
আমি ব'সে দূরে, সদা ভাসি অশ্রুজলে,
উঠে শুধু নিবেদন ও পদকমলে—
"ভ্রমে যারা ভাঙ্গিতেছে সম্বন্ধ-মধুর,
ভুল তাদের ভেঙ্গে দাও প্রেমের ঠাকুর !"

বরিশাল—১৬ই পৌষ—১৩২৪।

তোমার যেন নই।*

(আমি) তব নামে জেগে আছি কই ?
(এযে) রূপ-রস-গন্ধে আজো ঘুমাইয়া রই !
এখনো কত কামনা, শত বিলাস-বাসনা,
অলস আবেশে সুখে তাদের কথা কই।
দুঃখ-বিপদ-দুর্দিনে, যায় না যে দিন তোমা বিনে,
বিপদ-বারণ বলেই সে দিন তোমার নামটী লই।
অপরাধী তব পদে, কতই আমি পদে পদে,
দণ্ড তোমার শাস্ত হ'য়ে কোথায় তবু সই ?
নাম যে খোসা, নাম যে ভাষা, নামে না মিটে পিয়াসা,
না দেখলে রূপ, ওহে অরূপ, কিসে মগ্ন হই ?
রয়ত না দিন আমার লাগি, জেগেও তবু নাহি জাগি,
ঘুম-ঘোরে শুধু কীরে নামের নিশান বই।
যত বলি তব কথা, যতই গাহি তব গাঁথা,
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা—তোমার যেন নই ! ৫১

বরিশাল—কার্ত্তিক, ১৩৩৪।

* কাফি রাগিণী—ঝাঁপ তালে গীত হইতে পারে।

কিসে আর বুঝিব বলো ? *

তোমার হাতের দণ্ড আমার
আজও-তো লাগে না ভালো,
তাই, অপরাধী নিরবধি
কেঁদে কেঁদে দিন ফুরালো।
নিবিড় ক'রে আন্‌ছ আঁধার,
ঘিরিয়ে আমার চারিধার,
আমি ভয়ে মরি ওহে হরি,
না দেখে তার পিছে আলো।
গোপন প্রাণের মলিনতা
অন্তর্য্যামী জানিয়ে তা',
বুঝি পোড়াইতে নিজের হাতে,
এম্‌নি করে আগুন জ্বালো ?
খাঁটি করেই নিতে মোরে,
ফেল্‌ছো যে পরীক্ষা-ঘোরে,
এতেও যদি নাহি বুঝি,
কিসে আর বুঝিব বলো ? ৫২

বরিশাল—ভাদ্র, ১৩৩৪।

---

* কাফি রাগিণী—একতালায় গীত হইতে পারে।

প্রেম-পথে।

ভ্রান্তিবশে আনি পথে ভাবে অপলাপ,
হারায়ে ফেলিল যারা নিরালা আলাপ !
ভয়ের প্রাচীরে দূরে রচিয়া আড়াল,
নিজেদের লুকাইতে ব্যস্ত সদা কাল।
লজ্জা দ্বিধা সঙ্কোচেতে ফিরে দূরে দূরে,
নিঃস্ব হ'য়ে যায় যারা হৃদয়ের পুরে !
আশা ও ভরসা যত গিয়াছে ফুরায়ে,
স্নেহ-প্রীতি-হর্ষ-রস যেতেছে শুকায়ে।
মরমে জাগিয়া তীব্র অপরাধ-বোধ,
সুখের সকল দ্বার করিয়াছে রোধ।
দ্বারে দৌবারিক এক—আছে অভিমান,
কার্ সাধ্য খোলে দ্বার হ'য়ে আগুয়ান্ ?
কেহ খু'লে দিত যদি আর্জ্জবের পথ,
আলোকে হইত তারা শুদ্ধ-মনোরথ।
রাখিও না প্রেম-পথে দ্বিধা নিদারুণ,
স্বচ্ছ সত্য কর প্রেম, পরশে করুণ।
আপন হ'য়ে বাহিরে যারা বেড়ায় ভ্রমিয়া,
আনিবে কি ঘরে তাদের আবার ফিরিয়া ? ৫৩

বরিশাল—২৫শে পৌষ, ১৩৩৪

তুমি দয়াল। *

তুমি দয়াল! তুমি দয়াল!
আমি তোমার নামের কাঙ্গাল!
নামেই-তো দিন গেছে ভালো,
পেয়েছি পথের আলো,
কত আঁধার কেটে গেল—
মোহের জঞ্জাল।
জেনেছি নাম মহৌষধি,
আরোগ্য হয় সকল ব্যাধি,
জপি তাই নাম নিরবধি,
নাই যে কালাকাল।
নামে ডুবে যখন এ প্রাণ,—
ঘুচে দেশ-কালের ব্যবধান,
একই রেখায় দাঁড়ায় সমান,—
ইহ-পরকাল!
নামেই-তো পাই তোমারে,
আমি হারাই এই আমারে,
যুক্ত হ'লে মুক্ত দ্বারে,
থাকে না আড়াল। ৫৪

বরিশাল—রোগশয্যায়—১৩৩৩।

* ঝিঁঝিট—একতালায় গীত হইতে পারে।

প্রতিদান?

ব্যথা দিয়ে ঘরে ফিরে ব্যথা,
ধ্বনি হ'তে প্রতিধ্বনি যথা।
মরমে-নিরুদ্ধ অশ্রু-ধার,
বাহিরিতে পায় না দুয়ার।
আপনাতে আপনার গান,
ক'রে দেয় দিবা অবসান!
গুমড়ি গুমড়ি মনোরথ—
ক্ষুব্ধ-ম্লান, নাহি দেখে পথ।
লাজ, ভয়, সন্ত্রাস-চঞ্চল
করে তারা মরম বিকল।
অতীতের সুখ-স্মৃতি যত,
জলে জল-বিম্বেরি মত!
বাহিরের শ্যামলা ধরণী,—
যেন ঘন আঁধারের খনি!
আছে গৃহ সঙ্গী পরিজন,—
স্বপ্ন-পটে ছবির মতন।
ব'লে দেও ওহে ভগবান্!
ব্যথার কি এই প্রতিদান? ৫৫

বরিশাল—২৫শে পৌষ—১৩৩৪।

উপরতের প্রতি।

অনিত্যের দেশে তুমি ছিলে ছোট ঘরে,
মরতে অমর আত্মা কোথা বাস করে ?
পরমা জননী তাই নিলেন ডাকিয়া,
নিত্য মুক্ত কোলে যেথা উঠিবে ফুটিয়া !
যে কোল পাইতে সদা চলিয়াছে লোক,
যেথা দ্বন্দ্ব, অন্ধকার, নাহি রোগ শোক।
আগে গিয়ে এ পারের জাগা'লে সবারে,
মোরাও প্রস্তুত তাই, যাইতে ওপারে।
মোদেরে বিতরি গেলে যত প্রীতি তব,—
ফুরাবে না, হবে তাতে পূজা নব, নব। ৫৬

বরিশাল—১৮ই শ্রাবণ—১৩৩৪।

তোমার বিধির জয়।

কেউ জানে না তোমার মত আমার গোপন-কথা,
কেউ বোঝে না তুমি যেমন বোঝ মর্ম্ম-ব্যথা!
(তাই) শুনুক বা না শুনুক্ কেহ বেদনা-কাহিনী;
কি দুঃখ তায়? শুন্‌ছ তুমি দিবস-যামিনী।
নিন্দাস্তুতি, হাসি অশ্রু, আঁধার কিম্বা আলো,
ওহে শিব! তোমার হাতে কোনটী নহে ভালো?
রাজা তুমি, রাজ্য তোমার, আমার কিবা ভয়?
আমি যেন গাইতে পারি তোমার বিধির জয়! ৫৭

বরিশাল—৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

প্রবাসে।

ভেঙ্গে দিয়ে গৃহ-বাস আনিয়া প্রবাসে,
প্রবাসীরে দিলে স্থান সুরম্য আবাসে!
কিন্তু, সঙ্কুচিত চিত—সদা সাবধান,
পর গৃহ-বাস ব'লে ভয়ে কাঁপে প্রাণ!
আরাম-বিরাম তরে কত আয়োজন;
পূরণ হ'তেছে নিত্য যত প্রয়োজন।
ষোল আনা সুখ যেথা আছে মোর লাগি,
নিশীথে ভাঙ্গিলে ঘুম কেন রাত জাগি?
এ ধরায় গৃহ ছেড়ে যদি এত ভয়,
তোমা হারা হ'লে বল কে দিবে অভয়? ৫৮

"মরণে জীবন যদি পায়।"

ওহে শান্ত ! ওহে শিব ! কোমল করুণ !
একি তব মূর্ত্তি নব প্রচণ্ড দারুণ ?
যে প্রেম-সম্ভূত বিশ্ব—মধুর রচনা,
তার মাঝে এ কেমন মঙ্গল-ঘোষণা ?
অজ্ঞানতা-অন্ধকার, রুদ্র ভয়ঙ্কর !
দেশাচার,—যাতে দেশ খঞ্জ নিরন্তর।
অন্ন বিনা জীর্ণ তনু লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
বস্ত্র বিনা কোটি কন্যা লাজে ম্রিয়মাণ ?
নিত্য সঙ্গী—রোগ শোক দুঃখ ও গঞ্জনা,
সম্পদ যাদের শুধু—বিপদ-লাঞ্ছনা !
ভূকম্পন ঝঞ্ঝাবাত সাগর-প্লাবন,—
ভারতে ভীষণ একি দৈব অনুক্ষণ ?
গেছে ধন, গেছে মান, গেছে মনুষ্যত্ব,
ধর্ম্মেতে এসেছে গ্লানি হারাইয়া সত্য !
উঠিয়াছে হাহাকার জগৎ জুড়িয়া !
ভারত পাষাণ-সম ক্রন্দন রোধিয়া !
ভগ্ন গেহে জীর্ণ দেহে অর্দ্ধ মৃত হ'য়ে,
ছিল যারা এত দিন আপন-আলয়ে,
প্রকাশি কি অবশেষে এ বিনাশ-ধারা—
তাদেরে ডুবা'লে জলে করি গৃহ-হারা ?

মহা মঙ্গলের সাড়া প'ড়েছে কোথায়!
তার কি প্রমাণ তবে এই মৃত্যু হায়?
বুঝাও এবার তব বিধি বিশ্বরাজ,
মরণে জীবন যদি পায় দেশ আজ! ৫৭

সাইক্লোন উপলক্ষে—বরিশাল—কার্ত্তিক, ১৩২৬।

বর্ষ চলে যায়।

শোক-তাপ দুঃখ-ভার বিচ্ছেদ-বেদনা,
পুঞ্জীভূত আঁধারের নিষ্ফল কামনা,
মহোত্থানে জয়-গানে হর্ষ-কোলাহল,
হৃদি-যন্ত্রে সিদ্ধ মন্ত্রে—প্রসাদ বিমল—
সময়ের সিন্ধু-নীরে বর্ষ-বিন্দু-বুকে,
রূপী হ'য়ে দিল ধরা যারা সুখে দুখে;—
সবাই মিলন-তটে মাগিছে বিদায়—
অন্ধ যাত্রী কেঁদে কহে—"বর্ষ চলে যায়।"

বরিশাল—চৈত্র, ১৩৩২।

বিজ্ঞাপন।

পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়-প্রণীত-নিম্নলিখিত পুস্তক বরিশালের পুস্তকালয় সকলে, কল্যাণ-কুটিরে গ্রন্থকারের নিকট, ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ৫৭-১নং কলেজষ্ট্রীট্,—কলিকাতা ও ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীকল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী
কল্যাণ-কুটির, বরিশাল।

১।	সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন (২য় সংস্করণ) ...	||৹
২।	কীর্ত্তন ও বন্দনা	||৹
৩।	অর্ঘ্য (অধ্যাত্ম কবিতা)	|৹
৪।	বিবিধ সঙ্গীত (২য় সংস্করণ)	৵৹
৫।	কবিতা-বিকাশ (স্কুল পাঠ্য)	|৵৹
৬।	বুদ্ধির চাষ (বালক-বালিকাদের জন্য হেঁয়ালি)	৴১০
৭।	দুইটী অভিভাষণ	|৹
৮।	ব্যথার পূজা (অধ্যাত্ম কবিতা—নব প্রকাশিত)	||৹